জবি শিক্ষকের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে সাদা দল ও প্রশাসনের প্রতিবাদ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

সংগৃহীত ছবি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) মার্কেটিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী প্রক্টর মেহেদী হাসান জুয়েলকে ঘিরে রাজনৈতিক অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি সমর্থিত শিক্ষক সংগঠন সাদা দল এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর অফিস।

গত ২৮ জুন (শনিবার) বিভিন্ন গণমাধ্যমে ‘আ. লীগের জুয়েল এখন বিএনপি নেতা’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আলাদা দুটি বিবৃতি দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক এবং সাদা দলের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. রইস উদ্দীন।

সাদা দলের বিবৃতিতে বলা হয়, সহকারী প্রক্টর মাহাদী হাসান জুয়েল সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদটি মিথ্যা, বানোয়াট ও

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এতে রাজনৈতিকভাবে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে সাদা দলের ভাবমূর্তি ও আদর্শকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, মাহাদী হাসান জুয়েল কখনোই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। ছাত্রজীবনে তিনি ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বর্তমানে জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষক সংগঠন সাদা দলের সক্রিয় সদস্য। তার সহকারী প্রক্টর পদে মনোনয়নও হয়েছে সাদা দলের সুপারিশে এবং তার পেশাগত যোগ্যতা ও প্রশাসনিক দক্ষতার ভিত্তিতে।

ন

গুম করে ১০ পদ্ধতিতে চলত নির্যাতন

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর বলেন, ‘সহকারী প্রক্টর মাহাদী হাসান জুয়েলকে নিয়ে প্রকাশিত সংবাদটি একপক্ষীয়, মনগড়া, রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ষড়যন্ত্রমূলক।

অতীতের সামাজিক অনুষ্ঠান বা প্রগ্রামের ছবি ব্যবহার করে তাকে রাজনৈতিকভাবে হেয় করার চেষ্টা করা হয়েছে, যা সাংবাদিকতার ন্যূনতম নীতিমালারও লঙ্ঘন।’

তিনি আরো বলেন, ‘মাহাদী হাসান জুয়েল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়েও ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। বরং তিনি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানসহ ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।’

ভুক্তভোগী সহকারী প্রক্টর মেহেদী হাসান জুয়েল বলেন, ‘আমি কখনোই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম না।

আমাকে ঘিরে ভোলার একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার চালাচ্ছে। এর আগে তারা আমার স্বাক্ষর জাল করে আমাকে বিব্রত করার চেষ্টা করেছে। এবার সেই গোষ্ঠীই স্থানীয় কিছু সাংবাদিকের মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দিচ্ছে।’

তিনি বলেন, ‘আমি ছাত্রজীবন থেকেই ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এবং এখন সাদা দলের সক্রিয় সদস্য। আমাকে সহকারী প্রক্টর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার সুপারিশও সাদা দলের ফোরাম থেকেই এসেছে।